কোটচাঁদপুরে তথ্য দিবস পালিত

তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক, এ প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত হয়েছে।

বুধবার কোটচাঁদপুর উপজেলা অডিটোরিয়ামে দিবসটি পালনে আলোচনা সভা করা হয়।

সভাপতিত্বে করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, ডাঃ তানভির জামান,দোড়ার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল, সাবদারপুরের আব্দুল মান্নান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মহাসিন আলী, সাংবাদিক নজরুল ইসলাম, এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী রুহুল ইসলাম, মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার, মহিলা বিষয়ক শিলা বেগম, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মকর্তা চম্পা অধিকারি।

কোটচাঁদপুরে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সহকারী শিক্ষকের অভিযোগ

কোটচাঁদপুরের আব্দুর রাজ্জাক খান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক,সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসে। অভিযোগ পেয়েছি,তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে জানালেন শিক্ষা কর্মকর্তা অসিত বরণ পাল।

কোটচাঁদপুর উপজেলার আব্দুর রাজ্জাক খান বিদ্যালয়ের ভুক্তভোগী সহকারি শিক্ষক রেশমা খাতুন বলেন,গেল ১৫ সেপ্টেম্বর সহকারী শিক্ষা

কর্মকর্তা বলরাম সাহা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। প্রশ্ন তোলেন ছেলের প্রসাব করা ও ওই বিদ্যালয়ের সহাকারী শিক্ষক নন্দিতা রানীকে নিয়ে বিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার। তিনি ওই সব ঘটনা নিয়ে প্রধান শিক্ষক সহ আমার উপর রাগান্বিত হয়। এরমধ্যে আমি কথা বলায়,তিনি আমার চরিত্র নিয়ে কথা তোলেন। করেন কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন মন্তব্য। ওই ঘটনা নিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন,২০১৮ সাল থেকে নন্দিতা রানী এ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে আছেন। তিনি উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বলরাম সাহার স্ত্রী।

এ বিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকে তিনি তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে বিদ্যালয়ে আসেন। এতে করে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের লেখা-পড়ায় বিঘ্ন ঘটে। এ সব নিয়ে কথা বললে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন।

এ ব্যাপারে গেল ২০-০৩-২২ তারিখে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ করা হয়। এর আগেও ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর বেশ কয়েকটি অভিযোগও করেছেন বিদ্যালয়ের অভিভাবক,প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা। তবে তাতে কোন লাভ হয়নি। এতে করে তিনি আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন।

এ সব অভিযোগ প্রসঙ্গে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বলরাম সাহা বলেন,ওই সব ঘটনা যে, সময় ঘটেছে। আমি তখন অন্য ক্লাস্টারে ছিলাম। আমি কিছু জানিনা। ওই সময় যে অফিসার ছিলেন,তাঁর কাছে বিষয়টি শুনবেন।

তিনি প্রতিবেদকের কাছে রেশমা খাতুনের বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ করে বলেন,রেশমা খাতুন পাঠ দানের সময় মোবাইল ব্যবহার করেন। সেটা ওনি করতে পারেন কিনা। এছাড়া তিনি ক্লাস রুমে চেয়ারের উপর পা তুলে দিয়ে ফেসবুক চালান।

উদ্ধোতন কর্মকর্তা যাবার পর কোন সম্মান না দেখিয়ে, বরং ওনার সঙ্গে খারাপ আচারন করেন। তিনি ক্লাস না নিয়ে ক্লাসের বড় বাচ্চাদের দিয়ে ক্লাস করান। কর্মস্থলে থেকে কাজ করার কথা থাকলেও তিনি ঝিনাইদহ থেকে প্রতিদিন দেরি করে বিদ্যালয়ে আসেন। যার প্রমানপত্র আমাদের কাছে সব আছে। আর ওনি যে অভিযোগ করেছেন তা ঠিক

না। ওনার অনিয়ম ঢাকতে, তিনি এ সব বলছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অসিত বরণ পাল জানান, এ সংক্রান্ত একটা অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে এর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ বলেন,ওই শিক্ষক উপরের কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। তাঁর অনুলিপি দিয়েছেন আমাকে। ঘটনাটি ওনারা দেখবেন।

ঝিনাইদহে সংঘবদ্ধ ধর্ষনের পর খুন ৯ আসামীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড

ঝিনাইদহে এক গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ভাবে ধর্ষণ ও পরে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগে নয় আসামীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেছে আদালত। একইসঙ্গে প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে চার মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ মিজানুর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন। মন্ডপ্রাপ্তরা হলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালী এলাকার আশরাফ উদ্দীন শেখের ছেলে গোলাম রসুল (১), তাহের উদ্দীন মন্ডলের ছেলে (পলাতক) শরিফুল ইসলাম, হুরমত আলীর ছেলে (পলাতক) আমিরুল ইসলাম, শামসুদ্দীনের ছেলে গোলাম রসুল, আইয়ুব আলীর ছেলে আব্দুল আজিজ, আফজাল হোসেনের ছেলে আজিজুর রহমান, দাউদ বিশ্বাসের ছেলে জাহিদুল ইসলাম, দলিল উদ্দীন মন্টুর ছেলে বাদশা মিয়া ও কেশবপুর গ্রামের গোলাপের ছেলে আব্দুল বাতেন। এদের মধ্যে শরিফুল ও আমিরুল ইসলাম পলাতক রয়েছে।

রায় সুত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১২ মার্চ রাতে মাসে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালী গ্রামের আরব আলীর স্ত্রী রেনু বেগমকে তুলে

নিয়ে পার্শ্ববর্তী বাঁশবাগানে নিয়ে আসামীরা রাতভর ধর্ষণ করে। পরে তারা ওই নারীকে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে যায়।১৩ মার্চ লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের স্বামী আরব আলী বাদী পরদিন ১৬ জনকে আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ ১১ বছর পর সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে আদালত এই রায় ঘোষনা করেন।

মামলার বাদী ও নিহতের স্বামী আরব আলী মঙ্গলবার বিকালে বলেন, ২০১১ সালে আমার স্ত্রীকে আসামীরা ধর্ষণের পর হত্যা করে। আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড না হয়ে ফাঁসি হলে তিনি খুশি হতেন। তারপরও শাস্তি হয়েছে এতে আমি খুশি।

ঝিনাইদহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট বজলুর রহমান বলেন, ১০ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হলেও একজন মারা যাওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত। রায়ে পলাতক আসামিদের গ্রেফতার দ্রত করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

যুবলীগ নেতা রাজুর সঙ্গে আ’লীগের সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করে বিবৃতি

ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহম্মেদের সঙ্গে সকল সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে বহিস্কারের সুপারিশ করেছে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগ।

সোমবার রাতে এক বিবৃতিতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ সাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এখবর জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুবলীগ নেতা রাজু ও এস এম রবির অডিও রেকর্ড ভাইরাল হলে তা জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপি ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুল

করিম মিন্টুর দৃষ্টিগোচর হয়। অডিও রেকর্ডে যুবলীগ নেতা রাজু জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী ও জেলা আ’লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবু কনক কান্তি দাস সম্পর্কে অশ্লিল ও কুরুচিপুর্ন শব্দ ব্যবহার করে তার বাড়িতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে সম্প্রদায়ীক দাঙ্গার উস্কানী দেন। এ ছাড়া রাজু পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বাবু জীবন কুমার বিশ্বাস সম্পর্কে অশ্লিল শব্দ ব্যবহার করে গালিগালাজ করেন।

রাজুর এহেন কথোপকথন দলীয় শৃংখলা পরিপন্থি, সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা ও শিষ্টাচার বহির্ভুত বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। রাজু অডিওতে এমন বক্তব্য দিয়ে সংগঠন বিরোধী অপরাধ করেছেন মর্মে বলা হয়। ফলে জেলা আওয়ামীলীগ রাজুর সাথে সকল সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন এবং এ ঘটনার কোন দায় দায়িত্ব ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগ বহন করবে না। দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ আরো জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগ ও কেন্দ্রীয় যুবলীগকে রাজুর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য সম্প্রতি যুবলীগ নেতা রাজু ও হামদহ এলাকার যুবলীগ কর্মী এস এম রবির কথোপকথনের অডিও রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফাঁস হলে তা মুহুর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়। হিন্দু সম্প্রদায় ও আওয়ামীলীগের সিনিয়র দুই নেতা কনক কান্তি দাস এবং জীবন বিশ্বাসকে“মালাউন” ও “চাড়াল” বলে গালি দেয় যুবলীগ নেতা রাজু।

এছাড়া আসন্ন জেলা পরিষদে কনক কান্তি দাসের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহনের কথাও জানান রাজু। ফলে ফেসবুকে দেশ বিদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে যুবলীগ নেতা রাজুকে দল থেকে বহিস্কারের দাবী তোলে।

ঝিনাইদহে দুইদিন ব্যাপি

সোতোকান কারাতে প্রশিক্ষণের সমাপনী

ঝিনাইদহে দুইদিন ব্যাপি সোতোকান কারাতে দো’’র প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ২৩তম বেল্ট টেস্ট অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

রবিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় এ কর্মশালা শুরু হয়ে সোমাবার বিকাল ৪টায় বেল্ট প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সমাপনি অনুষ্ঠানে সোতোকান কারাতেদো ঝিনাইদহের পরিচালক কাজী আলী আহম্মদ লিকুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাসলিমা বেগম, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক শাহানুর আলম, সোতোকান কারাতে দো ঝিনাইদহ’র সহকারি পরিচালক মাহবুবুর রহমান বিপ্লব উপস্থিত ছিলেন। দুইদিন ব্যাপি এই প্রমিক্ষণ এবং বেল্ট টেস্ট কর্মশালার বিচারক হিসেবে ছিলেন জাতীয় কারাতের প্রশিক্ষক মুহাম্মাদ জসিম উদ্দিন ব্লাক বেল্ট ৫ম ডান।

রবিবার ও সোমবার দুইদিন ব্যাপি এই সেমিনারে কারাতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও বেল্ট টেস্টের মাধ্যমে ২৭জন প্রক্ষিণার্থীর মধ্যে উর্ত্তীর্ণ ২৬জন কে সনদ ও বেল্ট প্রদান করা হয়।

কোটচাঁদপুর যুবদলের বিক্ষোভ

সমাবেশ

দেশব্যাপি যুব দল নেতা হত্যার প্রতিবাদ, অমানবিক নির্যাতন, তেল, গ্যাস, সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং অবৈদ্য সরকার পতনের দাবীতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

শনিবার বিকালে কোটচাঁদপুরে দলটি বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে করেন। দলটি মেইন বাসস্ট্যান্ডে উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।পরে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পায়রা চত্বরে সমাবেশে স্হলে এসে মিলিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর যুব দলের আবহায়ক মোঃ ফয়েজ আহমেদ তুফান। উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুলের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন-উর-রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু,দপ্তার সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম, বলুহর ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আশরাফ আলী, সাধারন সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক হুমায়ুন কবির মিলন, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, যুবদল নেতা অমেদুল ইসলাম, সাবেক ইউপি সদস্য মুহিদুল ইসলাম, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিপন শেখ, যুগ্ম আহ্বায়ক বেনজামিন,যুগ্ম আহ্বায়ক টুটুল, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, সেচ্ছাসেবক দল নেতা ডিপলু, জনি সহ বিএনপি’র সকল অঙ্গ সংগঠন নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সে সময় সরকার বিরোধী বিভিন্ন স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন বিক্ষোভ সমাবেশ স্থল।

ঝিনাইদহ জেলা যুবদলের বিক্ষোভ সমাবেশ

মুন্সিগঞ্জে বিএনপির উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে গুলিবিদ্ধ যুবদল কর্মী শাওন ভূঁইয়া নিহতের প্রতিবাদে ঝিনাইদহ জেলা যুবদল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

শনিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলা যুবদলের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বের করে শহরের এইচএসএস সড়কে পৌছলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে সেখান থেকে ফিরে জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে।

সমাবেশে জেলা বিএনপি সভাপতি এ্যাড. আব্দুল মজিদ,সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টুসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, এই সরকারের বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে। সরকার পতন এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। যে ভাবে তারা বিএনপির বিভিন্ন নেতা কর্মীদের হত্যা, নির্যাতন করছে তাতে তাদের শেষ রক্ষা হবে না।

ঝিনাইদহে ন্যাপের জেলা প্রতিনিধি সম্মেলন

ধর্ম কর্ম গণতন্ত্রের নিশ্চয়তাসহ সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপে)’র প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিধান চন্দ্র বিশ্বাসকে সভাপতি এবং ইসতিয়াক মাহমুদ পাভেল কে সাধারণ সম্পাদক করে ২৭সদস্য বিশিষ্ট ন্যাপের জেলা কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে শহরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী সড়কে জেলা ন্যাপের অস্থায়ী কার্যালয়ে এই দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বিধানচন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এবং ইসতিয়াক মাহমুদ পাভেল এর পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এ্যাড. এনামুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ দেবনাথ, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসিমা হক রুবি, ও প্রচার সম্পাদক গোলাম নবী মিঠুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্য বক্তারা বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অসনীয় মূল্যবৃদ্ধি, ঘুষ, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা রুখে দিতে এবং শান্তি নিরাপত্তা, সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সৎ আদর্শিক রাজনীতির আন্দোলন জোরদার করা প্রয়োজন। সেজন্য সমাজতন্ত্রের বিকল্প নেই।

বক্তারা আরও বলেন আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন একটি শক্তিশালি নির্বাচন কমিশনের অধিনে অবাধ সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হোক আমরা তাতে অংশ গ্রহন করব বলে প্রত্যাশা করি। দেশে যেন মৌলবাদী শক্তি আর মাথাচড়া দিয়ে না উঠতে পারে সে ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানান।

উদ্বোধনের লাল ফিতায় আটকে আছে গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

উদ্বোধনের লাল ফিতায় আটকে আছে কোটচাঁদপুরের গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস। সড়কে চলার আগেই অ-যত্ন আর অবহেলায় নস্ট হচ্ছে এ্যাম্বুলেন্স দুইটি। ভেস্তে যেতে বসেছে সরকারের এ মহতি উদ্যেগ,যা দেখার কেউ নাই।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সেবার কথা চিন্তা করে চালু করা হয়েছিল এ গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স। এর অর্থায়ন

করেছিল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচী(এডিবি)। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ্যাম্বুলেন্স দুইটি দেয়া হয়েছিল উপজেলার দুইটি ইউনিয়নে। যার মধ্যে ছিল এলাঙ্গী ও সাবদারপুর।

তবে এ উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর সভা রয়েছে। তবে এ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রাথমিক ভাবে চালু করা হয়েছিল দুইটি ইউনিয়নে। ভাল সুফল আসলে অন্যগুলোয়ও চালু করা হবে বলে জানিয়েছিল সংশ্লিষ্টরা।

তবে প্রাথমিক ভাবে চালু হবার পরই বন্ধ হয়ে যায় সার্ভিসটি। বিষয়টি নিয়ে কথা হলে একে অপরকে দোষারোপ করে দায় এড়াচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা। এদিকে তাদের রশি টানাটানিতে গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স দুইটি পড়ে থেকে নস্ট হচ্ছে।

এ ব্যাপারে এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন,এডিপির বরাদ্দের টাকা দিয়ে ভ্যান কিনা হয়েছিল। এরপর ওই ভ্যানে ইঞ্জিন লাগিয়ে গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স বানানো হয়। এটা একটা মহতি উদ্যোগ ছিল। তবে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কতৃপক্ষের অবহেলায় তা ভেস্তে গেছে।

তিনি বলেন, আমার ইউনিয়নের এ্যাম্বুলেন্সটি আশাননগর গ্রামের বিপ্লবকে দেয়া হয়েছিল। সে কিছুদিন চালিয়ে ছিল। পরে ভাড়া নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সমস্যা হয়েছিল। এ কারনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জমা দিয়ে দেয়া হয় ওই সময়।

বিপ্লব জানান, এ গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স সাভিস চালু হওয়ায় খুশি রোগী ও তাঁর স্বজনরা। তিনি বলেন,এতে করে অল্প খরচে মানুষ স্বাস্থ্য সেবা নিতে যেতে পারছিল। অন্যদিকে আমার একটা আয়ের ব্যবস্থাও হয়েছিল।

এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পেয়ে আসাননগর গ্রামের হীরা ও জেসমিন খাতুন বলেন,এ সার্ভিস চালু হওয়ায় আমাদের ভালই হয়েছে। আমরা অল্প খরচে পরিবহন সুবিধা পাচ্ছি। তবে কেন বন্ধ হয়ে গেল জানিনা।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন, উদ্ভোধন হয়েছিল। এটা ইউনিয়ন চেয়ারম্যানরা চালাতে পারেনি। এটা একটা ফেল প্রজেক্ট ছিল। দুইটি ভ্যানের মধ্যে একটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পড়ে আছে, আরেকটি সাবদারপুর ইউনিয়ন পরিষদে আছে বলে জেনেছি।

উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি বলেন,ওই এ্যাম্বুলেন্সের একটি আমার সময় বানানো হয়। আরেকটি আগে বানানো ছিল।

তিনি বলেন,এ্যাম্বুলেন্স দুইটি পড়ে আছে মূলত ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্মকর্তার কারনে। তারা কোন সহযোগিতা করেনি। খোজ নিয়ে দেখছি,ওগুলো কি অবস্থায় আছে। এরপর কয়েক দিনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলবো। যদি এতেও কোন কাজ না হয়,তাহলে হাসপাতালে আর কোন বরাদ্দ দিবেন না সাফ জানালেন তিনি।

শৈলকুপায় আ’লীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষে ৬ জন আহত আটক ২৫

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার যুগিপাড়া গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগের দু’গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ৬ জন আহত হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ২৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার যুগিপাড়া গ্রামে বর্তমান চেয়ারম্যান ফিরোজ হোসেন ও বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থী শহিদুল ইসলাম টুলুর সমর্থকদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। এ ঘটনার জের ধরে সকালে যুগীপাড়া বাজারে যুগীপাড়া, চরপাড়া, শেরপুর ও মথুরাপুর গ্রামের উভয় পক্ষের সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এতে অন্তত ৬ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আটক করা হয় ২৫ জনকে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম বলেন, এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ২৫ জনকে আটক করেছি। এখনও কেউ অভিযোগ দেয়নি। সংর্ঘষ এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।